তারিখ : 24 APR 2017
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ৩

দৈনিক
আমাদের সময়

চিকিৎসা গবেষণায় দুই বাংলাদেশির সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় 'ন্যাসভ্যাক' নামে নতুন একটি ওষুধের সফল ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা পরীক্ষামূলক ব্যবহার সম্পন্ন করেছেন বাংলাদেশি দুই চিকিৎসাবিজ্ঞানী। তারা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) হেমাটোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল) ও ডা. শেখ মোহাম্মদ ফজলে আকবর।

কিউবায় এরই মধ্যে তাদের উদ্ভাবিত নতুন এই ওষুধের ব্যবহার শুরু হয়েছে। তবে আইনি জটিলতায় বাংলাদেশে নতুন ওষুধটির ব্যবহার এখনো শুরু করা সম্ভব হয়নি। জটিলতা দূর করতে উদ্যোগ নিয়েছে ওষুধ প্রশাসন।

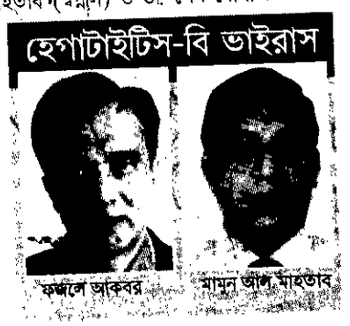

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের সংক্রমণে রোগীদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ক্রনিক হেপাটাইটিস-বি বা লিভারের স্থায়ী রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগ থেকে পরে লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যানসারও হতে পারে। বাংলাদেশে প্রায় ৭০ শতাংশ লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যানসারের জন্য দায়ী হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস। প্রতিবছর এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে লিভারের বিভিন্ন রোগে মারা যান ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ।

হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে জাপানের এহিমে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২০ বছর গবেষণা করেছেন ডা. শেখ মোহাম্মদ ফজলে আকবর। বিশ্ববিদ্যালয়টি গবেষণার জন্য বিশ্বে স্বীকৃত। একই সময়ে বাংলাদেশে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত প্রায় এক হাজার রোগী নিয়ে গবেষণা করেছেন ডা. মামুন আল মাহতাব। বাংলাদেশসহ বিশ্বের হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের

এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

চিকিৎসা গবেষণায় দুই

(শেষ পৃষ্ঠার পর) চিকিৎসায় 'ন্যাসভ্যাক' ওষুধ সুফল বয়ে আনতে পারে বলে ওই দুই চিকিৎসকের গবেষণায় উঠে এসেছে। ওষুধটি বাংলাদেশে কেন ব্যবহার করা যাবে না– এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডা. মামুন আল মাহতাব বলেন, গবেষণা চালিয়ে সাফল্য পাওয়া গেলেও ওই ওষুধের নিবন্ধনের বিষয়ে কোনো আইন নেই। যে কারণে দেশে এখনই ন্যাসভ্যাক ব্যবহার করা যাবে না। ওষুধের গুণগত মান বিচারে নিবন্ধনের বিধি যুক্ত হতে পারে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারে।

এদিকে ওষুধ প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে, সম্প্রতি ন্যাসভ্যাক নিয়ে গবেষকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তারা। মে মাসে ওষুধসংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে একটি বৈঠক করার কথা রয়েছে। বৈঠকে ন্যাসভ্যাক গবেষকদের সাফল্য তুলে ধরা হবে। এরপর ওষুধ প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে জানাবে। বাংলাদেশে এই ওষুধের ব্যবহারের বিষয়ে তারা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে।

নতুন ওষুধ 'ন্যাসভ্যাক' সম্পর্কে ডা. মামুন আল মাহতাব বলেন, এটি হেপাটাইটিস বি ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। এটি মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস চিকিৎসায় 'ন্যাসভ্যাক' কিউবা ও জাপানে প্রাথমিক গবেষণায় অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল প্রমাণিত হয়েছে। এরপর আমরা দেশে 'ক্রনিক হেপাটাইসিস বি' রোগীদের চিকিৎসায় ওষুধটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিয়ে বেশ সাফল্য পেয়েছি। দেশে এই ওষুধের ব্যবহার চালু করা গেলে হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমে আসবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর